যত নদ নদী দেখিবে যত দেখিবে দেশ
যত২ পর্ব্বত আছে করিবে প্রবেশ ।
যত উত্তম স্থান যাবে যত শঙ্কটস্থান
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান ।
নর্ম্মদা কৃষ্ণবেণী নদী গোদাবরী
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে যাবে নদী যে কাবেরী ।
সিন্ধু গিরি পর্ব্বত যাবে সহস্র শেখর
নানা ফল ফুল তথা বিচিত্র সরোবর ।
গিরির কলিঙ্গ দেশ যাইহ উৎকল
মলয় পর্ব্বতে যাইহ সুগন্ধি কেবল ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে শুভ্র শেখর
সর্ব্ব ক্ষণ থাকেন তথা দেব পুরন্দর ।
তাহার দক্ষিণে যাইহ সাগরের কূলে
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি শীতলে ।
সুগন্ধি চন্দন তথা দেখিবে সারি২
সাগরের পার যাইহ কনকলঙ্কাপুরী ।
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগরের ভিতর
জলে হৈতে পর্ব্বত উঠে সহস্র শেখর ।

সোনার পর্ব্বত সেই দশ দিগ প্রকাশ
সহস্র শেখরে ওঠে যুড়িয়া আকাশ ।
পবনের মিত্র সেই সূর্য্যের হয় সখা
যার শরীরে পাপ থাকে তারে না দেয় দেখা ।
সাগরের ভিতর আছে সিংহিকা রাক্ষসী
বিষম রাক্ষসী সেই সর্ব্ব লোকে ঘুষি ।
বিসম রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে
বার শত জীব জন্তু গিলে একবারে ।
সত্তরি যোজন শরীর আছে পরিসর
দুই শত যোজন শরীর ওতেতে দীর্ঘল ।
অর্দ্ধেক শরীর জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ
তাহা দেখি বানরগণ না পাইহ ত্রাস ।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
এক লাফে সাগর ডিঙ্গালে পাবে পরিত্রাণ ।
সাগর তরিবে বানর শতেক যোজন
সাগরের পার লঙ্কায় থাকেত রাবণ ।
চারি দিগে সাগর মধ্যেতে লঙ্কার গড়
দেবগণের গতি নাহি লঙ্কার ভিতর ।

লঙ্কার ভিতর চাহিবে সীতা লঙ্কেশ্বর
যত্ন করিয়া চাহিও তথা সকল বানর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
বিন্দু পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
বিন্দু পর্ব্বত চাহিও সকল বানরগণ
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পুরী সোনার গঠন।
অগস্ত্যের বাড়ি তথা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত
নানা বৃক্ষ নানা বীজু পর্ব্বত ভূষিত।
সকল বানর চাহিও শেখরে শেখর
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও দরশন
ঋষভ পর্ব্বত যাইহ সব বানরগণ।
ঋষভ পর্ব্বতখান দেখিবে দক্ষিণে
দশ দিগ আলো করে সোনার কি বর্ণে
পঞ্চ গান্ধর্ব্ব আছে তথা তার সোনার গড়
দেবগণ যাইতে নারে তাহার নিয়ড়।
পর্ব্বতের বৃক্ষ যদি আনিতে মন করি
বিষম গান্ধর্ব্ব আছে তার হাতে মরি।

হিমলোস্ত করিলে হয় বিষয় অনর্থ
তাহা না লইবে সেই শুনহ বৃত্তান্ত।
বিষম দুরন্ত তারা সেইস্থানে মারে
তেকারণে ছন্দ নাহি কোন জনে করে।
সাবধানে চাহিও তথা শেখরে শেখর
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
যমপুর দক্ষিণ বাড়ি করিহ প্রবেশ।
কিয়ন্তু যমের বাড়ি যাইতে নাহি শক্তি
যমের দক্ষিণে নাহি চন্দ্র সূর্য্যের গতি।
যমের দক্ষিণ দিগে মহাঅন্ধকার
রাত্রি দিন নাহি চিনি সব একাকার।
যমের দক্ষিণে নাহি আমার গোচর
যমপুরী চাহিয়া লেউটিবে সকল বানর।
যমপুরী যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের অধিক হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকভিতর যেই বীর নাহি আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।

সীতার বার্ত্তা পাইব আমি যেই বীরের মুখে
সবাকারে বাড়াব তারে পরম সুখে ।
সীতা দেখিয়া আসিবে যে মাসেকের ভিতর
তার সনে রাজ্য আমার সব তার ভার ।
সুগ্রীব বলে হনুমান পবননন্দন
তুমি সকল সিদ্ধ করিবে দৈব মোর মন ।
আগে পারি নাহি যান পবনের গতি
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ।
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হৈব পার
তোমার ধর্ম্ম বুঝিবেক সকল সংসার ।
তুমি যদি সীতা দেখ তবে সে আমি সুখী
আর কেহ সীতা দেখিবে ইহা নাহি দেখি ।
সুগ্রীব বলে মিত্র তুমি শুনহ বচন
সীতা দেখির তরে তুমি দেহ নিদর্শন ।
হনুমানের সনে সীতার নাহি পরিচয় ।
বানর দেখি সীতা দেবির হইবে বিস্ময় ।
রাম বলেন সুগ্রীব শুন আমার মিত্র
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ।

সীতারে অঙ্গুরী রাম দিল নিদর্শন
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন।
রামের ঠাঁই বিদায় হৈয়া হনুমান নড়ে
পতঙ্গশরীর যেন ঝাঁকে২ উড়ে
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীবের আদেশে
দক্ষিণের পাঁচলি রচিল কীর্ত্তিবাসে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী।

যত নদ নদী যাবে যত যাবে দেশ
যত২ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
যত উত্তম স্থান যাবে যত যত সঙ্কটস্থান
যত বানরগণ শুন হৈয়া সাবধান।
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ তীর অতীর
ক্রিমি জীবদেশ যাইহ অতিক্রমে গভীর।
অবিত্তার দেশে গিয়া দেখিবে কেয়াবন
নিশি পাশ নাই দেশের অনেক যোজন।

দুই পার্শে কেয়াবন দেখিবে অপার
কেয়াবনের কাঁটা যেন করাতের ধার।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
কাঁটাৎ গেলে তথা পাইবে পরিত্রাণ।
কেয়াবন এ জয়াত যাইবে তালবনে
দুঃখ পাসরিবে তোমরা তাল ভক্ষণে।
তার পশ্চিমে যাইও পাইবে পাটল
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বত দেখিবে অদ্ভুত গঠন।
তারি পূর্ব্বে সিন্ধু নদী পশ্চিমে সাগর
মধ্যে হিঙ্গুলিয়া গিরি শুভ শেখর।
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর
সকল বানর চাহিবে শেখরে শেখর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
চন্দ্রবান পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
পশ্চিম সাগরতীর চাহিবে এক যোজন
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা রাবণ।
চক্রবান পর্ব্বত চাহিবে আলো দশ দিগে
সাবধান হৈয়া চাহিবে এক যোগে।

বিষ্ণুচক্র আছে তথা অদ্ভুত তার ধার
অসুরের হাতে চক্র অদ্ভুত আকার।
হয়গ্রীব অসুর মারিল গদাধর
অসুরের হাতে চক্র পরম সুন্দর।
সেই অসুরের হাতে চক্র নির্ম্মাণ করি
সেই অসুরের হাতে শঙ্খ চক্র হরি।
সেই পর্ব্বতে চাহিও সকল বানর
যত্ন করি চাহিও তথ সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
চন্দ্রবান এড়িয়া যাইহ পঞ্চাশ যোজন
বরাহ পর্ব্বতে যাইও শুদ্ধ কাঞ্চন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত আছে বরুণের ঘর
মণি মাণিক হিরা তথা রত্ন বিস্তর।
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর
নরক নামে অসুর আছে বিক্রমে মহাশূর।
বরুণসহিত অসুর বৈসে সেই দেশে
উকারণে বরুণ অসুরে নাহি হিংসে।

সকল বানর তথা হইবে সাবধান
সর্পের হাতে পড়িলে নাই পরিত্রাণ।
সাবধানে চাহিবে তথা সকল বানর
যত্ন করি দেখিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি সীতা রাবণের না পাও উদ্দেশ
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
সুমেরু শেখর সেই কনকরচিত
ষাটি সহস্র পর্ব্বত তথা আছেত বেষ্টিত।
ষাটি সহস্র পর্ব্বত তথা করিল উদয়
ষাটি সহস্র পর্ব্বত তথা শৃঙ্গ সোনাময়।
সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অদ্ভুত যে কথা
সোনার খর্জ্জুরগাছ তাহে ধরে দশ যাতা।
দেবগণ নিত্য আসি তথা করে কেলি
দিবা অন্ত যায় তথা আইসে সর্ব্বরী।
এমন উত্তম স্থান নাই পৃথিবীতে
অদ্ভুত ফল ফুল আছে তাহাতে।

গীত বাদ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে
নৃত্যকী করয়ে নৃত্য দেখে দেব লোকে ॥
পরিসর তিন লক্ষ দুই শত যোজন
চক্রু নিয়োমে সূর্য্য করয়ে গমন ।
অপবর্গ পর্ব্বত সেই দেব অধিষ্ঠান
সুমেরুর উপরে সকল রম্য স্থান ।
নিয়োমে সূর্য্যের গতি করয়ে গমন
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করয়ে ভ্রমন ।
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল পৃথিবী পোসর
দেবগন কেলি তথা করে নিরন্তর ।
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য্য [illegible] করে গতি
এক দিগ দিন হয় আর দিগ রাতি ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বই স্থান নাই আর
সুমেরুর উপরে সকলের অধিকার ।
সুমেরুর পশ্চিমে নাই সূর্য্যের গতি
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ।
সুমেরুর পশ্চিমে নাই আহার গোচর
সুমেরু চাহিয়া লেঙটিবে সকল বানর ।

সুমেরু পর্ব্বতের উপর সভার অধিকার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছাড়া সৃষ্টি নাই আর ।
সুমেরু গিরি যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের বাজা হইলে সভার বিনাশ ।
মাসেকের ভিতর নাই যেই বীর আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে
পশ্চিম দিগের পাঁচালি রচিল কীর্ত্তিবাসে ।

সুগ্রীব বলেন শুন বানর শতবলী
তোমার কটক চলিতে গগনে লাগে ধূলি ।
বানরের ভিতর তুমি প্রবীন সেনাপতি
উত্তর দিগে চল তুমি আমার আরতি ।
কুমুদ বীর সুষিগাল চম্পুকোতির
আরঃ আছে তোমার প্রবীন বানর ।
তোমারে বলি শতবলী উত্তর তোমার দেশ
উত্তর দিগে চল তুমি আমার আদেশ ।

যত দেশ জানি আমি কহি তোমার স্থান
তথাং সীতা চাহিও হইয়া সাবধান।
যত নদ নদী যাবে যত যাবে দেশ
যতং পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
তাহার উত্তর যাবে দেশ যে বর্ব্বর
হিমালয় পর্ব্বতে যাবে যথা হিমঘর।
সূর্য্যের কিরণ যেন জগ সকল হৈসে
ভাগিরথী গঙ্গা দেবী তথা হৈতে আইসে।
হিমালয়ের উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি,
তথা থাকিয়া ভগীরথ আনিল ভাগিরথী।
এমন পুণ্যের স্থান নাই ত্রিভুবনে
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে।
নারায়ণী গঙ্গা দেবী আইল পৃথিবীতে
দরশনে পাপী লোক যায় স্বর্গপথে।
কে বলিতে পারে সেই গঙ্গার মহিমা
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।
আজিল সৌদাস ব্রাহ্মণ রাক্ষস হইয়া
বৈকুণ্ঠপুরী গেল গঙ্গাজল বিন্দু পাইয়া।

সেই দেশে বানরগণ যাইবে সাবধানে
যত্ন করি দেখিবে তথা সীতাও হবেনে।
ব্রহ্মার তপ ভগীরথ করিল বহুকাল
তার পর বিষ্ণুর তপ করিল অনাহার।
ভগীরথ অনেক কঠোর তপ কৈল
গঙ্গার অন্তর তত্ত্ব কেহ না বলিল।
তবেত শিবের সেবা দশ হাজার বৎসর
তবে শিব আপনি তারে দিতে আইলেন বর
ভগীরথ বলেন শুন দেব পঞ্চানন
গঙ্গা দিয়া তুষ্ট কর এই নিবেদন।
কপিলের শাপে ভস্ম হৈয়াছে পাতালে
গঙ্গা পরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে।
শিব বলেন গঙ্গা তিনি কেমন মূরতি
কোথা গঙ্গা কোথা বৈসেন হয় কোন জাতি।
শুনিয়াত ভগীরথ দুঃখ ভাবে মনে
আমি কি বলিব গোসাঞি তোমার চরণে।
অষ্টবক্র মহামুনি কহিল মোর স্থান
আপনি করিবে গোসাঞি গঙ্গার সন্নিধান।

আপনিত মহাদেব বসিল ধেয়ানে
গঙ্গার জন্মতত্ত্ব জানিলেন মনে।
ভক্তবশে মহাদেব হইল বরদায়
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করিল বিদায়।
আগে চলেন ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি
হিমালয়শেখরে গঙ্গা উঠিল আপনি।
সাত বলে সাধু, বলি ভগীরথ
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ।
ত্রিভুবনের মধ্যে ভগীরথ মহাপুণ্যবান
ত্রিভুবনে কে আছে ভগীরথের সমান।
অনেক তপের ফলে গঙ্গা আসিল সংসারে
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লোকের উদ্ধার।
পৃথিবীতে আইল গঙ্গা ভগীরথের কারণে
অনেক পাপী স্বর্গী হৈল গঙ্গাদরশনে।
রামনাম স্মরণে হয় পাপের বিনাশ
গঙ্গার মাহাত্ম্যগীতি রচিল কীর্ত্তিবাস।

হেন হিমালয় পর্ব্বত বিস্তর আয়োজন
তাহার শেখরে চাইও সীতাও রাবণ।
তথা যদি সীতা দেবীর না পাও উদ্দেশ
তাহার উত্তর প্রান্তর দেশে করিহ প্রবেশ।
বিষম দুর্গম স্থান প্রান্তর স্থল
বৃক্ষ নাহি পর্ব্বত নাই নাই তাহে জল।
দুই শত যোজনের পথ প্রান্তর দেশ
বড় ভয় পাইবে তোমরা করিতে প্রবেশ।
সকল বানর তথা হইও সাবধান
হাঁটি যাবে হাঁটি আসিবে পাবে পরিত্রাণ।
কৈলাশ পর্ব্বত যাবে তাহার উত্তর
দশ দিগ আলো করে সহস্র শেখর।
তিন সহস্র যোজন পর্ব্বতের আয়োজন
উভেতে পর্ব্বত সেই লক্ষ যোজন।
চৌদ্দ শত যোজন পুরী শিবের অধিকার
পার্ব্বতী লইয়া শিবের কেলি অবতার।
অদ্ভুত পর্ব্বত সেই আলোক নামে পুরী
সেই পর্ব্বতের উপর কুবের অধিকারী।

পর্ব্বতের উপর নদী নাম বিমলা
নদির পানি রাঙ্গাস্বর্ণ যেন ঝকমলা।
ধনের ঈশ্বর কুবের পিতা তার নাম
চারি ভিতে চন্দনগাছ সুগন্ধি বায়ু বয়।
সীতা লৈয়া তাহাদের কাছে যদি থাকে রাবণ
যত্ন করি দেখিবে তথা সকল বানরগণ।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া করিবে প্রবেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে
চমৎকার হইবে তথা সকল বানরে।
এক শৃঙ্গরূপ তার যেন চন্দ্রকলা
এক শৃঙ্গরূপ তার মণি মাণিক গলা।
এক শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ দশ দিগ প্রকাশ
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া ঘুচেছে আকাশ।
সকল বানর চাহিবে গহ্বরে গহ্বর
যত্ন করি চাহিবে তথা সকল বানর।
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
সীতার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর।

তাহার উত্তর যাবে ত্রিগুণ করিয়া পাছে
অদ্ভুত দেখিবে গিয়া সোনার জামগাছে।
সোনার জামগাছ সেই সোনার আকার
তার নাম জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার।
সকলের প্রধান করি জম্বুদ্বীপ কয়
অসংখ্য পৃথিবী নাম জম্বুদ্বীপ হয়।
সেই তলায় দেবগণ নিত্য করে কেলি
সেই জামগাছের তলায় জম্বুদ্বীপ বলি।
তার ডাল ধরে গাছ পর্ব্বতের চূড়া
এক যোজন যুড়িয়া সেই জামগাছের গোড়া।
সীতা লৈয়া তার তলায় যদি থাকে রাবণ
যত্ন করি দেখিবে তথা সব বানরগণ।
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
সীতার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর।
তাহার উত্তর যাবে সীতার উদ্দেশে
মন্দার পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশে।

মন্দার পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর।
স্বর্ণমণ্ডলি বলিয়া হ্রদের খ্যাতি
হ্রদ দেখিতে আইসেন তথা পশুপতি।
স্বর্গ হৈতে হ্রদে পড়ে গঙ্গা দেবির পানি
কৌশিকী নদী তাহে বহে তরঙ্গিনী।
আমার বচন শুন সকল বানরগণ।
সাবধান হৈয়া দেখিবে সীতা দশানন।
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর
তাহার উত্তর পাবে মহেশ সাগর।
সেই সাগরে আছে বহুমূল্য দ্বীপ
আছে দীর্ঘে সাগর সেই শতেক যোজন।
অস্তাচল পর্ব্বত সাগরের ভিতর
জল হৈতে পর্ব্বত উঠে সহস্র যোজন।
বড় শ্রম পাবে তোমরা সকল বানর
সাবধানে দেখিবে সাতে সেইত সাগর।
সোনার পর্ব্বতে সেই দশ দিগ পুকাশ
সহস্র শেখর উঠে ছুড়িয়া আকাশ।

সোনার পর্ব্বতগোটা দেখিতে সুঠাম
শিবলিঙ্গ আছে তাহে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সেই মহেশ দেবতা রাবণ পূজে সর্ব্বক্ষণ
মহেশের কাছে গিয়া থাকেত রাবণ।
সকল বানর চাহিবে শোধারে শোধার
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তপেশ্বর মায়া জানে সেই পাপিষ্ঠ রাবণ
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিল ত্রিভুবন।
সেই শিবের সেবা করি কিঙ্কিণ্যায় সবার
ত্রিভুবন জিনিল যেটা সেই শিবের বরে।
দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়
সেতোয়াত্র বালির হাতে হৈল পরাজয়।
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ
কুরঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
কুরঙ্গ পর্ব্বত দেখি মনে পাইবে ভয়
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়।
দূরে হইতে পর্ব্বত করিবে দরশন
সেই পর্ব্বতের ভিতর গেলে অবশ্য মরণ।

ডাহিন বাঁয়ে করিয়া যাবে সকল বাল্কু-
দ্রোন পর্ব্বতে যাবে তাহার উত্তর।
দ্রোন পর্ব্বত দেখিয়া হইবে বড় সুখী
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী।
বালিখিল্য আদি করি যত মুনিবর
দেব গন্ধর্ব্বের তথা আছে বহু ঘর।
চন্দ্রের তেজ নাই তথা সূর্য্যের প্রকাশ
নক্ষত্রগন নাই দেখি না দেখি আকাশ।
কন্যা সভার তেজে পর্ব্বত আলো করে
শুনাদা নামে নদী যাবে তাহার উত্তরে।
দুই কূলে আছে তার বংশ অসংখ্যে
পার কূলের বংশ গিয়া আর কূলে ঠেকে।
কীচক জাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর
নদী পার হয় তারা বাঁশে করিয়া ভর।
তাহার উত্তর যাবে সীতার উদ্দেশে
সেই দেশে অনেক লোক ঘরঘিতে বৈসে।
যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট গাছের ফল
সোনার পদ্ম জন্মে তথা সোনার উৎপল।

নানা রত্ন মনি মানিক জলেতে ওপজে
মন্দির পানি [illegible] বর্ণ মনি মানিক্যের তেজে।
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরি
স্ত্রী লোকের অলঙ্কার স্ত্রী লোকেতে ধরি।
কৌতুকী হৈয়া সব কন্যা ইন্দ্র নাহি মানি
ক্রোধ করি ইন্দ্র তারে দিল শাপবাণী।
ইন্দ্র তারে শাপ দিল কঠোর বচন
দিবসে জিয়ন্ত তোরা রাত্রিতে মরণ।
সন্ধ্যা হৈলে মরিয়া থাকে চারি প্রহর রাতি
প্রভাত হৈলে জিয়া উঠে সকল যুবতী।
অন্ধকার গুহার ভিতর তাহার মরণ
প্রভাতে উঠিয়া করে গীত নাচন।
বহু ব্রহ্মা পৃথিবী বলেন সর্ব্ব জন
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গনন।
সারহীন হৈয়া ঘরে সকল বানরগন
যত্ন করি খুঁজিবে তথা সীতার স্থান।

তাহার উত্তর ধারে অনন্ত সাগর
তাহা হৈতে হেমগিরি উচ্চ শেখর।
সকল পর্ব্বত হৈতে উচ্চ হেমশেখর
সকল পর্ব্বত জিনিয়া উঠে হেমগিরিবর।
আকাশেতে যার শিখা লাগে সাহির
হেমগিরিসম পর্ব্বত পৃথিবী নাই ধরি।
হেমগিরির উত্তর নাহিক সূর্য্যের গতি
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি।
হেমগিরির উত্তর নাহি আমার গমন
হেমগিরি চাহিয়া লেওটিবে বালকগণ।
এই রূপে কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি
এই অবধি আছে জীব জন্তুর বসতি।
হেমগিরি আসিতে যাইতে এক মাস
এক মাসের অধিক হৈলে সভার বিনাশ।
মাসেকের ভিতর যেই বীর না আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।
সকল দেশের কথা কহিলাম সভাকে
এ দেশে থাকিবে সীতা আসি দিবে তোকে।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন স্থান
ইহা বই সৃষ্টি নাই শাস্ত্রের বিধান।
যত দেশ জানিলাম আমি যাইবে সাহসে
সীতা দেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে।
আনিতে যদি নাই পার সীতা ঠাকুরাণী
আমি গিয়া তাহারে করিব হানাহানি।
এক মাসের মধ্যেতে আসিবে বানরগণ
ইহার অধিক হৈলে তার অবশ্য মরণ।
অগ্নি সাক্ষী করিয়াছি আমার অঙ্গীকার
প্রাণপণে করিব আমি সীতার উদ্ধার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিবে যত দূর সংসার
তার পর প্রবেশিবে কনকপুরী লঙ্কা।
লেজের জটাজুটী বানর মালসাট ডাকি
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বানর শতবলী।
কোন কার্য্য পাঁচ রাজা এত বানরগণ
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ।
পাতালভিতর থাকে সীতা পাতাল প্রবেশি
সাগরভিতর থাকে যদি সাগর আমি শুষি।

কোন কার্য্যে রাম লক্ষ্মণ পাইয়াছেন চিন্তা
রাবণ মারি পুচ্ছে করি আনি দিব সীতা।
কোন কার্য্যে রাম তুমি মনে ভাব আন
একলা রাবণ মোর না রহিবে টান।
আসিতে যাইতে মোর যে হউক অপেক্ষা
হেথা রামের সীতা আনি করে দিব দেখা।
শতবলির বিক্রম দেখি সুগ্রীব ভাবিছে
যে কার্য্য সিদ্ধ করিবে মোর মনে আছে।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীবের আদেশে
উত্তর দিগের পাঁচলি রচিল কীর্ত্তিবাসে।

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়াও নাম
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীরাম।
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত
কেমতে জানিলে মিতা সকল বৃত্তান্ত।
পূর্ব্বকথা কহে সুগ্রীব রামের গোচর
বালির ডরে ভ্রমিলাম এতিন সংসার।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বালি নিমেষেকে যায়
কোন দেশে যাব আমি না পাই উপায়।
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে
মুহূর্ত্তেক দেখা পাইলে তখনি মারিবে।
বালিসমান বীর নাই এ তিন ভুবনে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ফিরি এইমে কারণে।
এক দিন এক স্থান না থাকি কোথায়।
বড় ভয় বালি রাজাকে যদি দেখা পায়।
দেখা পাইলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর
তেকারণে পলাইয়া বেড়াই বহু দূর।
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমি বালি রাজার ডর।
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার
একক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি শতবার।
যেখানে২ আছে পৃথিবীর অন্ত
তেকারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত।
পূর্ব্বকথা কহিল রাজা রামের গোচর
সকল তত্ত্ব জানিলাম বালি রাজার ডরে।

ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের কথা কহিল হনুমান
তেকারণে আইলাম দোঁহার সম্নিধান।
চারি পাত্র বেড়াইতাম হৈয়া শঙ্কিতে
তোমার প্রসাদে এখন রাজ্যেতে পূজিত।
দুই মিত্র পর্ব্বতে বসি কহেন কাহিনী
দুই মিত্রের কথাবার্ত্তায় যামেক ঘনাঘনি।
সুগ্রীব বচনে দোঁহে আছেন পীরিতি
পূর্ব্ব দিগ হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
সীতার বার্ত্তা না পাইয়া রামের টুটে তেজ
পশ্চিম দিগ চাহিয়া আইল সুষেন বেজ।
পূর্ব্ব দিগ পশ্চিম দিগ দিগ উত্তর
তিন দিগ হৈতে আইল সকল বানর।
নানা পর্ব্বত চাহিলাম খুজিলাম বহু দেশ
কোন দেশে না পাইলাম সীতার উদ্দেশ।
তিন দিগের বানর না কহে সীতার কথা
সুগ্রীব বলে তিন দিগে নাহি দেখী সীতা
শুনিয়াত রঘুনাথ হইল মুর্চ্ছিত
রামেরে প্রবোধি কারে সুগ্রীব রামমিত।

দক্ষিণ দিকেতে গোসাঞি রাবণের ঘর
সেই দক্ষিণে পাঠাইয়াছি বড়২ বানর ।
আপনি অঙ্গদ গিয়াছেন মন্ত্রী জাম্বুবান
কার্য্যসাধিক আছে সঙ্গে বীর হনুমান ।
যুদ্ধের সাগর বড় বীর হনুমান
অবশ্য করিবে কার্য্য কিছু নহে আন ।
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ।
যুদ্ধেতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়
হনুমান দেখিবে সীতা না করিহ ভয় ।
ক্রন্দন সংবরেন রাম রাজার আশ্বাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে ।

রামনাম বল ভাই এইবার২
ভাবিয়া দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে ।

এমন নায়ের গুন কে দিবে তুলনা
শব্দশূলে পাশান মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা।
পার কর হে রামচন্দ্র পার কর মোরে
কাতর দেখি নৌকাখানি রাম লৈয়া গেলে দূরে।
যার মনে কড়ি ছিল সে গেল পার হৈয়ে
বিনি কড়িতে পার করে তাহাকে বলি নায়ে।
ভজন পুজন তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান
তারে যদি তরাতে পার তবে সে জানি রাম।
ভজন পুজন তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান যেবা জানে
তুমি কি তারে তরাবে সে তরে আপন গুণে।
আমার সাথে কড়ি নাই পার হইব কি
কর বা না কর পার কুলেতে বসিয়াছি।
নায়ের স্বভাব আমি জানি ভালে
কড়ি না পাইলে পার তবু করে সন্ধ্যাকালে।
আপনি সে ভাঙ্গি গোসাঞি আপনি সে গড়
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়।
সকলি তোমার লীলা সকল তুমি পার
হাকিম হৈয়া হুকুম দেও পেয়াদা হৈয়া মার।

অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে
পতিতপাবন রামনাম কোন গুণে ধরিবে।
সাধু জনে তরাইতে সকল দেব পারে
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে।
অহল্যা পাষাণ হইয়াছিল দৈবদোষে
মুক্তপদ পাইল তোমার চরণ পরশে।
পার কর হে রামচন্দ্র রঘুকুলের মণি
তরিবারে যুগল পদ করিয়াছি তরণী।
তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব
হাজার নূপুর হইয়া চরণে বাজিব।
রামনদী বহিয়া যায় দেখেছ নয়নে
উহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে।
ভবের পামর লোক পার হবে যদি
মন ভরিয়া পান কর বয়ে যায় রামনদী।
মৃত্যুকালে একবার যদি রাম বলি ডাকে
বিমানে চড়ি স্বর্গে যায় যম দাঁড়াইয়ে দেখে।

এমন রামের গুণ কে বর্ণিতে পারি
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।

তিন দিগে চাহিল ব্যর্থ হৈল বানরগণ
দক্ষিণের পথ ঠাট করিল গমন।
দক্ষিণের পথ ঠাট করিল প্রয়াস
সীতা চাহিতে বিন্ধ্য গিরি গেল এক মাস।
মাসেকের অধিক হৈলে রাজাকে লাগে ডর
জীবনের আশা ত্যজে সকল বানর।
বিষম দণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ
সেই দেশে বানরকটক করিল প্রবেশ।
ষোল বৎসরের ব্রাহ্মণপুত্র পরম সুন্দর
বনজন্তুতে মারিয়াছে বনের ভিতর।
ক্রোধে ব্রাহ্মণ শাপ দিল পাইয়া পুত্রতাপ
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে দিল শাপ।
ফল মূল জল তথা নাহিক প্রচার
কোন জীব জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার।

হেন বনে বানর কটক করিল প্রবেশ
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ ।
আর বন বানরকটক দেখিল সম্মুখে
সীতার কারণ বানরকটক সেই বন ঢুকে ।
সকল বানর গেল বনের ভিতর
এক রাক্ষস আছে তথা দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
ধাইয়া আইল রাক্ষস বানর খাইবারে
রাখিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে আগুসারে ।
অঙ্গদ বলে বেটা তুই লঙ্কার রাবণ
তোরে চাইয়া বেড়াই মোরা সব বানরগণ ।
অঙ্গদে রাক্ষসে দুই জনে হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুই জনে জড়াজড়ি ।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
আঁচড় কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর ।
ক্ষণেক হেঁটে অঙ্গদ বীর ক্ষণেক উপরে
পর্ব্বত টলমল করে দুই বীরের ভরে ।
মুষ্টি মারিল অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে ।

রাক্ষস মারিয়া অঙ্গদ সেই বনে বসি
তথা না পাইল দেখা সীতা রূপসী ॥
অবসাদে বানরকটক বসিল গাছতলে
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরগণে বলে।
সীতার বার্ত্তা আনিতে আইলাম এক মাস
মাসেকের অধিক হৈলে না যাইব দেশে।
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ।
অঙ্গদের বচনে বানর দিল অনুমতি
বন তান উলটিয়া করিয়া পাতি২।
সীতা না পাইয়া বানর হেট করে মাথা
চাহিলাম সকল বন আর যাব কোথা॥
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয়
সীতা উদ্ধারিব আমি কহিলাম নিশ্চয়।
চারি দিগে বানরগন গেছে দূর দেশে
দেখ দেখি কোন বানর কি করিয়া আইসে॥
তাহারা যাহা বলুক ভাবি আপন কল্যাণ
সমস্ত দক্ষিণ চাহিয়া যাব রামের স্থান ॥

সীতা না পাইলে হবে সভার মরণ
আগেতে মরিবেন রাম কমললোচন।
তারপর লক্ষ্মণ মরিবেন রামের শোকে
রাম মরিলে সুগ্রীব মরিবে দেখিবে লোকে।
চাহিতেং দেখে একগোটা বিল
জল নাই পক্ষী তথা করে কিলং।
খাল জোল নাই দেখি নিকটে নাহি পানি
নানা পক্ষী কলরব মধুর তান শুনি।
আশ্চর্য্য শুনিয়া বানর ভাবে মনেং
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে।
কেহ বলে দেখিব ইহা হয় কিকারণ
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সকল বানরগণ।
বড় গাছ আছে সেই বিলের পাড়ে
লাফ দিয়া বানরগণ সেই গাছে চড়ে।
চারি দিগেতে চাহে না হয় দরশন
গাছের ডালে লাফেং বেড়ায় বানরগণ।
গাছে থাকিয়া দেখে বানর সুলঙ্গিদ্বার
চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার।

সুড়ঙ্গ দেখিয়া বানর ভাবে মনেং
মনে ভাবে ইহার ভীতর যাইব কেমনে।
যে হওক সে হইবে সাহসে করি ভর
সকল বানর যাব সুড়ঙ্গ ভিতর।
হাতাহাতি করিয়া যায় সকল বানর
সকল বানর মেলি যুক্তি করিল বিস্তর।
দৈবে হইবে আমা সভার মরণ
যদি কিম্বা বাঁচি মোরা সকল বানরগণ।
সুড়ঙ্গে সাম্ভাইয়া করিব জলের বিচার
সুড়ঙ্গে চলিল বানর মহা অন্ধকার।
অন্ধ লোক যায় যেন হাতে করিয়া নড়ি
হাতাহাতি করিয়া কেহ কার গায় পড়ি।
হাতাহাতি যায় বানর না পায় প্রকার
সকল বানর তবে ভাবিল অসার।
কিছু দেখিতে নাহি নাহি যাইব কেমনে
ফিরে চল ওথি গিয়া সকল বানরগণে।
কেহ বলে পারিয়াছি যে হবার সে হবে
আইলাম সুড়ঙ্গপথে কেন ফিরা যাবে।

অন্ধকারে যায় বানর নাহি দেখে বাট
ঠোকে গিয়াসে বানরের গলা হইল কাট ॥
অন্ধকারে যায় বানর আগে হনুমান
হাতে লড়ি করি যেন লইয়া যায় কাণ ॥
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে
অন্ধ লোক চলে যেন পন্থে আসেপাশে ॥
বানর কহিছে বলে শুন পবননন্দন
পুরাণি পাইব গেলে কতেক যোজন ॥
আর কত যোজন গেলে পাইব পুরাণী
হনুমান বলে কেহ না করহ ভাবিন ॥
আমি লইয়া যাব বানর যদ্দিল কি আছে
সকল বানরগণ আইস মোর পাছে ॥
সাত যোজন গেলে তবে সবে হবে পার
এক আওয়াজ আছে অদ্ভুত আকার ॥
হনুমানের বচনে বানর সাহসে করে ভর
ধিরে২ চলে তথা সকল বানর ॥
হনুমান মহাবীর বুদ্ধে বৃহস্পতি
বানরগণে পার করিল করিয়া হাতাহাতি ॥

হাতাহাতি করিয়া বানর হৈল পার
এক আওয়াস দেখে অদ্ভুত আকার।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার সব গাছ
সোনার পদ্ম জলে দেখি সোনার সব মাছ
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারি
সোনায় সব ঘাট বান্ধা দীঘি আর পুকুরী।
পুরীখান দেখিল সকল সোনাময়
দেখিয়া বানরগণ হইল বিস্ময়।
অপূর্ব পুরির শোভা স্বর্গ অবিশেষ-
বানর বলে হনুমান এই কোন দেশ।
নানা ফল ফুল দেখি সুগন্ধি বহে বাস
ক্ষুধায় পীড়িত বানর খাইতে করে আশ।
আহার পানি পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃখিত
ফল মূল দেখি মনে বড় হরষিত।
পুরির ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে
সকল বানরগণ গেল তার কাছে।
তিন শত বৃদ্ধ গেল ভিতর আওয়াস
কন্যার রূপেতে করে দশ দিগ প্রকাশ।

অতি সুন্দর কন্যা যেন হরের ঘরণী
রম্ভা তিলোত্তমা যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু
কপালে সিন্দুর ফোটা যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনচন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু।
বিন্দু২ গোরোচনা শোভা করে অতি
অলকা তিলকা রেখা অর্দ্ধ২ পাঁতি।
মুক্তারঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব
রাজহংস জিনি শুনি নূপুরের রব।
করে শঙ্খ কঙ্কন কিঙ্কিনি কটি মাঝে
রতননূপুর পায় রুনুঝুনু বাজে।
পৃষ্ঠে লোটে পট্ট জাত সুবাসের ঝাঁপা
গোরো গায় গর্ব্ব করে শিরোরাজ চাঁপা।
উচ্চ২ বাজুবন্দ শঙ্খের উপর
যেখানে যে শোভা করে পরিয়াছে বিস্তর।
দুই পায়ে শোভিত পরিয়াছে গোটা মল
ব্রহ্মচারি আদি দেখি হয় পাগল।

পুরির ভিতর কন্যা আছে অপ্সরী
কন্যারূপে আলো করে সব পাতাল পুরী।
সকল বানর বন্দে গিয়া কন্যার চরণ
যোড়হাতে বলে বীর পবন নন্দন।
বনের পশু বানর মোরা বনের ভিতর বাসা
ভোকে পথ নাহি দেখি লাগিয়াছে দিশা।
ক্ষুধাতুর গিয়াছি জীবন অসার
খাল জোল বন চীন চাহিলাম সংসার।
হেন দুর্জয় পাতালেতে আমরা সব আসি
তোমা দেখি জিইলাম আমরা যেন বাসী।
বড়ই সন্তুষ্ট হৈলাম তোমারে দেখিয়া
পরিচয় পাইলে মোরা যাই তুষ্ট হৈয়া।
বড়ই কাতর মোরা সকল বানরগণ।
পরিচয় দেহ কন্যা তুমি কোন জন।
কার আওয়াস ঘর কার সরোবর
কহ দেখি কন্যা শুনি ইহার অবান্তর।
অপূর্ব পুরির শোভা দিব্য সরোবর
হরি আওয়াসে আইলাম বড় বাসি ডর।

আপন পরিচয় দেহ তুমি কোন দেবতা
কাহার ঘরণী তুমি কাহার দুহিতা ।
কন্যা পরিচয় কহে বলির সব শুনি
সুমেরু পর্ব্বতের আমি হইত নন্দিনী ।
মন দিয়া শুন সব বানরগণ
আপন পরিচয় কহি তাহে দেহ মন ।
স্বয়ম্প্রভা নাম আমার হেমার হই সখী
হেমার বচনে আমি আওয়াসখান রাখি
এই আওয়াসখানার আমি হইত প্রহরী
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারি ।
ময় দানব সৃজিল এই সোনার আওয়াস
হেমা লৈয়া মহা দানব করয়ে বিলাস ।
নৃত্যেতে নাচনী হেমা গীতেতে গায়নী ;
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি ।
রূপে গুণে দানবে মোহিত করে হেমা
রাত্রি দিন শৃঙ্গার করে তার নাহি ক্ষমা ।
বিষয় শৃঙ্গার করে হেমা হয় কাতর
রাত্রি দিন শৃঙ্গার করে দানব দুষ্কর ।

দানবের পুরীতে হেমা পশয় তরাসে
ময় দানব গেল সেই হেমার উদ্দেশে।
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া
এই বেলা পলাও তোমরা সেই পথ দিয়া॥
বড়ই দুরন্ত দানব শুনহ বচন
প্রাণ হইতে পাইবে তোমরা বানরগণ।
কোন্ জন তোমারদিগকে কহিল উপদেশ
হেন দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ।
কাহার যুক্তিতে আইলা দুর্জ্জয় পাতাল
ময় দানব আইলে আর নাহিক নিস্তার।
হনুমান বলে কন্যা আমার বাক্য শুন
দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সপ্ত দ্বীপের বানর আইলাম সুগ্রীব আদেশে
চতুর্দ্দিগে আইলাম মোরা সীতার উদ্দেশে॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
স্ত্রীর বোলে পুত্র বধূ পাঠায় বনবাসে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বধূ সীতাও সুন্দরী
রাম অগোচরে রাবণ সীতা করিল চুরি॥

সীতা চাহি বেড়াইতে সুগ্রীবসনে ভেট
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিল মারিয়া বালি জ্যেষ্ঠ।
অন্য ঘরে সীতা হরিয়া নিলেক রাবণ
আমরা বেড়াই সেই সীতার অন্বেষণ।
চারি দিগে বেড়াই মোরা সীতার উদ্দেশে
দেশে২ বেড়াই মোরা সুগ্রীব আদেশে।
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়
মাসেকের অধিক হৈলে বড় হানি হয়।
গাছে হৈতে দেখিলাম এই যে পাতাল
জলের উদ্দেশে মোরা আইলাম এই স্থল।
ফল ফুল দেখিয়া বানর উকি দিয়া চায়
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায়।
ফল ফুল দেখিয়া বানর হইল বিকল
যদি হয় পেটে খাইতে করিতে পারে বল।
বানরের দুঃখ দেখি কন্যা মনে গণে
ফল খাইতে কন্যা বলিল আপনে।

বড়ই কাতর দেখি হইল মমতা
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা ।
আপন ইচ্ছায় ফল খাও যত আইসে মনে
শুনিয়া হরিষ হৈল [illegible] বানরগণে ।
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর
লাফে২ পড়ে গিয়া গাছের উপর ।
ফল পাড়ে ফল খায় গাছের উপর
দাঁদুড়িয়া মধুর ফল খাইল বিস্তর ।
গাছের উপর ফল খায় ভাঙ্গে গাছের ডাল
মধুর গন্ধে পাতা খায় ভরিয়াত গাল ।
ফল মূল খাইয়া বানর মাতা করে হেট
নড়িতে চড়িতে নারে লেওয়া হৈল পেট ।
স্বর্ণথাল লৈয়া বসিল পীঠোপরে
ক্ষুধায় কাতর ফল খায় যত পেটে ধরে ।
কতগুলা পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়
আদ খাওয়া করিয়া কত টানিয়া ফেলায় ।
কত ফল কামড়ে খায় কত খায় চুষি
ফলের রসে উদর পূরিল মনে২ খুসি ।

ফল খাইয়া উদর পূরি সকল বানর
আর পাছপানে বানর চাহে ফিরে ।
উদর পূরিত হৈল সকল বানরগণ
পরম ভক্তিতে বন্দে কন্যার চরণ ।
তোমার প্রসাদে কন্যা ঘুচিল সব ক্লেশ
কোন পথে বাহির হৈব কহ উপদেশ ।
যাবৎ এখানে কন্যা দানব নাহি আইসে
কোন পথে বাহির হৈয়া যাব কোন দেশে ।
বড় ভয় হয় কন্যা দানবের তরে
এখান হৈতে ত্বরায় যাই সকল বানরে ।
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি আগুসরে
পাছে যায় তারা সকল বানরে ।
পলাইতে চায় বানর করে হুড়াহুড়ি
কন্যার পাছু যায় বানর করি দৌড়াদৌড়ি ।
পলায় বানরগণ পাছুপানে চায়
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায় ।
পরাণে মারিবে তবে কারু নাহি রক্ষা
পাছে দানব আমারদের পায় দেখা ।

সুগ্রীবাদেরে কথা হইল বাহির
বানরে দেখায় কথা সাগর গভীর।
এই জল দেখ তোমরা সাগর মধ্যিত
বিন্দু গিরি মলয় গিরি দেখাহ পুলীন।
রাম জন্ম হৈতে আছে ষাটি হাজার বৎসর
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।
বাল্মীকি বলিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ।
অসীমা রামের গুণ কি বলিতে জানি
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
তারক ব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা
চারি বেদ বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।
চণ্ডালে করিল দয়া রক্ষই কমল
পাষাণে নিস্তার করিল রামের গুণ।

পাতাল হৈতে উঠিল সকল বানর
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অগ্নিদেবোত্তর।

পাতাল প্রবেশিলাম মোরা সকল বানর
কোনখানে না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর।
অঙ্গদ বলে শুন তোমরা বানরগণ
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।
সীতাবার্ত্তা আনিতে আইলাম এক মাস
মাসেকের অধিক হৈলে সবার বিনাশ।
অন্যের যে হউক আমার সংশয় জীবন
আমার মারিবারে সুগ্রীব করিয়াছে পণ।
মোর বাপে মারিল খুড়া না হৈল মমতা
আমারে মারিবে সুগ্রীব এবা কোন কথা।
ডাহিন হাত দিয়া রাম অগ্নি সাক্ষী করে
পত হিত করিল রাম সকল বানরে।
আমি যুবরাজ নহিলাম পিতাবিদ্যমানে
আমারে যুবরাজ করিল রামসন্নিধানে।
খুড়ার সনে আমার মনে নাহিক সম্বন্ধ।
আমারে মারিতে খুড়া করিয়াছে প্রবন্ধ।

আমারে মারিবে মৃত্যু না হয় মরণ
আমার নিস্তার নাই শুন বানরগণ ।
যোড়হাতে বানরগণ কহিছে কাহিনী
জীবনের আশা নাই ত্যজিব পরাণী
তারক নামে বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি
আমাদেরে বুঝায় সেই উত্তম যুকতি ।
সুগ্রীবেরে ভয় হয় না যাইব দেশ
সকল বানর পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ।
রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আওয়াস
ফল মূল খাইব তথা মধুর সরস ।
ফল মূল খাইব গিয়া জল সুবাসিত
সুগ্রীবেরে ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ ।
কি করিবে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাজন
কোন ভয় না করিহ শুন বানরগণ ।
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে
কি করিবে সুগ্রীব রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।
তারকের বচনে সভে দিল অনুমতি
মনেমনে হনুমান করেন যুকতি ।

সুগ্রীব বচন শুনে হনুমান বীর
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির।
মোর বিদ্যমানে রামের কার্য্য হয় চোলি
সভার ভিতর হনুমান পাড়িল আনলি।
হনুমান বলে অঙ্গদ তুমি দুরাচার
এর কার্য্যে আসিয়া তুমি কর অন্য কাম।
কোন যুক্তি কর তুমি লইয়া বানরগণ
তোমারে উচিত নহে এ সব কথন।
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল ভুবনে
বীর্য্যবীর্য্য কিছু না ভাবিলে মনেৎ।
যথা পলাইয়া যাবে সুগ্রীব সব জানে
পলাইলে বাঁচিতে নারিবে কোনখানে।
উচিত বলিতে তোমায় আমার কি ভয়
তোমার সঙ্গে পলাইবে কোন বানর।
মাও পো বানর সব কিষ্কিন্ধ্যায় বাস
তোমালাগি কে ছাড়িবে মাও পোয়ের আস।
তোমার বোল স্ত্রী পুত্র ছাড়িবে বানরগণ
একশর কেবল তুমি কেভাবে বসেছন।

মনে কর পলাইলে পাব অব্যাহতি
যত কাল জীবে তাঁর থাকিবে অখ্যাতি।
তোমার বাপে শ্রীরাম মারিল এক বাণে
এক বাণে মারিবে তোমরা থাকিবে যেখানে
রামমিত্র সুগ্রীব রাজা যদি বলে রামে
সেইখানে বসিয়া তোমার বধিবেন প্রাণে।
নির্ভয় হইয়া কেমনে থাকিবে পাতাল
রামের বাণে মুক্ত হবে সুপরিবার।
তোমার বাপ বালি রাজা না রহিল টান
রামের এক বাণে সাতে হারাবে প্রাণ।
বিষ্ণু অবতার রাম জগতে পূজিত
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত।
নির্বুদ্ধি তোমারে বলি অঙ্গদ যুবরাজ
বানর লৈয়া পলাইবে মুখে নাই লাজ।
যত দেশ বলিল সুগ্রীব চেষ্টা নাই আসি
ঘরের পাঁজি পুঁথি কর ভাল নাই বাসি।
সকল দেশ খুঁজিয়া যদি না পাই দরশন
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া পশিব শরণ।

ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত্র।
দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত।
ভয় করি পলাইলে বড় হৈবে দোষ
শরণাগত হৈলে রাম হইবেন সন্তোষ।
যে দেশ বলিল রাজা আছিব সেই দেশে
তারপর যে হবার হইবেক শেষে।
তোমারে পুত্রীশ করি সুগ্রীব রাজা হৈবেন
তোমার মা থাকিতে অধীন ভয় বড় ছিলেন।
শুনিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে
লজ্জা দিল বানর তুমি সত্যবিদ্যমানে।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী রাজার বিবাহিতা
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা।
পর পুরুষ পিতা পুত্রবেল গনি
আপনার পরজায়া যেমন জননী।
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়
তার স্ত্রী হইলে কেবল মায়ের তুল্য হয়।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী হরে কিসের বাখান
সীতার বার্ত্তা আনিতে পাঠায় সংশয়স্থান।

রামের কার্য্য না করিলে হইবেক অসুখী
সকল মতে হনুমান মোর মরণ দেখি।
বীর্য্যাবীর্য্য ভাব দেখি বীর হনুমান
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান।
রাম লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন ভাল
তোরা যুদ্ধ করিলেন তেঁই মোর প্রাণ গেল।
সম্মুখ যুদ্ধ করি যদি মরিত মোর বাপ
কে কেমন বীর তাহা জানিতে প্রতাপ।
রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে
গলে বান্ধি আনি দিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে।
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ
তবে কেন সীতালাগি দুঃখী বানরগণ।
তুমি কিবা নাই জান বীর হনুমান
চারি সাগরে মোর পিতা করে সন্ধ্যা স্নান
দিগ্বিজয় করি বেড়ায় রাজাত রাবণ
মোর বাপে জিনিতে আইল কিষ্কিন্ধ্যা ভুবন।
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে
সন্ধ্যা করেন পিতা সাগরের তীরে।

পাতুবাটে রাবণ বন্দিল মোর বাপে
সাপটিয়া ধরে রাবণ অতুল প্রতাপে।
প্রাণ তবু না হইল লেজেতে বান্ধিয়া
সাগরেতে রাবণেরে ফেলান ডুবাইয়া।
দীঘল লেজ বাপের যোজন পঞ্চাশ
রাবণে তোলেন বাপ উপর আকাশ।
বারেক আকাশে তোলেন পুনঃ ডুবান জলে
নাকানি চুবানি খাইয়া রাবণ রাজা মরে।
চারি সাগরের জপ হইল অবশেষ
সন্ধ্যাকালে মোর পিতা আইল নিজ দেশ।
রাবণের দশ মাথা করে লড়বড়
কিষ্কিন্ধ্যা আসিয়া রাবণ দাঁতে করে খড়।
দয়া করি মোর বাপ ছাড়িল তাহারে
লঙ্কা পলাইয়া গেল রাজা লঙ্কেশ্বরে।
সেই রাবণ আসিয়া সীতারে কৈল চুরি
ইহারি কারণেও বানরকটক মরি।
মোর বাপের হাতে রাম লইত শরণ
কোন তুচ্ছ খাপার সেই পাপিষ্ঠ রাবণ।

মোর বাণে মারি রাম করিল কোন কর্ম্ম
ঠাকুর হৈয়া করিলেন পূর্ণ অধর্ম্ম।
আপন অধর্ম্মেতে রাম এত দুঃখ পান
ধর্ম্মমত আর তুমি বীর হনুমান।
রামের কার্য্য না করিলে হৈবেন দুঃখী
সব কাঁদে হনুমান মোর মরণ দেখি।
সুগ্রীবের বশ হইবে আমার মরণ
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন।
হনু বলে যত বল কিছু মিথ্যা নয়
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী হৈলে মাতৃতুল্য হয়।
শাস্ত্রমত রাজ্য করিলে যদি হয় রাজা
তার স্ত্রী লইতে পারে তাহে কিবা লজ্জা।
বানর পশু জাতি মোরা ইচ্ছা করিতে পারি
যে রাজ্যের রাজা হয় তার হয় নারী।
যত দেশ বলিল রাজা শুনিব একবার
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার।
রামনাম স্মরণে হয় পাপের বিনাশ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে মধুর গান রচিল কীর্ত্তিবাস।

কতেক বলিল যদি বীর হনুমান
তারবার বলে অঙ্গদ সভাবিদ্যমান।
পুনঃ২ বল তুমি পবননন্দন
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব কপাল-নাহি তার
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা মারিল হেলায়
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীব কত বড় দায়॥
নমস্কার জানাইহ মায়ের চরণে
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার মরণে॥
শোনর বানরগণ পরস্পর কহে
সকল বানর অঙ্গদে বেড়িয়া কান্দে।
অঙ্গদ বই আমারদের আর নাহি গতি
অঙ্গদসঙ্গে মরিব সভে করিল যুকতি॥
সকল বানর যুক্তি এই করিল সার
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার॥

স্নান করি বানরগণ বসিল পূর্ব্ব মুখে
উপবাস করিয়া রহিল মনে দুঃখে ।
মরিবারে বানর করিল উপবাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী ।

গরুড়নন্দন পক্ষিরাজ হয় গৃধিনী জাতি
বিন্দু পর্ব্বতে বৈসে পক্ষিরাজ সম্পাতি ।
সকল বানরকটক মাথা তুলি দেখে
খাইতে আইসে পক্ষী বড় পাইয়া তোকে ।
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান
আমার বচনে তুমি কর অবধান ।
সীতাবার্ত্তা লইতে আইলাম নহিল দরশন
সীতা লাগিয়া বিদেশেতে হারাব জীবন ।
কোন জন না করিল শ্রীরামের কায
সীতা লাগি প্রাণ দিল জটায়ু পক্ষিরাজ ।

প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর
অক্ষয় স্বর্গ গেল সেই পক্ষবরোত্তর।
রামের বনবাস হৈল সীতার হরণ
সীতানারী বিদেশেতে মরে বানরগণ।
সম্পাতি বলেন কে জটায়ুমরণ কহে
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া মোর প্রাণ দহে।
রবির কিরণে পাখা পুড়িল আকাশে
ওড়ি যাইতে নাহি পারি তোমাসবার পাশ।
তোমাসবার মুখে শুনি ভাইয়ের বিনাশ
বড় শোক হইল দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বানরকটক বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ।
লড়িচড়িতে নারে থাকিয় সম্মুখে
সম্মুখে বানর পাইলে গিলিবেক তোকে।
হনুমান বলে বানর অবশ্য মরণ
বৃদ্ধ পক্ষী আসি এখন জিজ্ঞাসি কথন।
হনুর বচনে সাতে দিল অনুমতি
সকলে ধরিয়া আনিল পক্ষিরাজ সম্পাতি।